জয় বাংলা থেকে জিন্দাবাদ

তাসরীনা শিখা

টরন্টোসহ বিশ্বজুড়ে দুর্গাপুজা অনুষ্ঠিত হলো। প্রবাসে কর্মব্যস্□ জীবনে ছুটির দিন ছাড়া কোন অনুষ্ঠানই করা সম্ভব হয়ে উঠে না। কারন কানাডায় একমাত্র খৃষ্টান ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো ছাড়া অন্যকোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সরকারীভাবে কোন ছুটি নেই যার ফলে ঈদ, পুজো ও অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে ব্যাপকভাবে করতে গেলে সবাই ছুটির দিনগুলো অর্থাৎ শনি রবিবারের দিনটি বেছে নেয়। কাজেই টরন্টোতে দুর্গাপুজা অনুষ্ঠিত হলো এখানকার থ্যাংসগিভিং উইকএন্ডে। প্রতিবারই অত্যন্□ জাকজমক ও সুশৃ□খলভাবে ঈদ, দুর্গাপুজা এবং অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবগুলো অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশেও দুর্গাপুজা অনুষ্ঠিত হলো শান্□পুর্নভাবে। তবে সে শান্□ বজায় রাখার জন্য র‌্যাব, পুলিশ, বি ডি আর, আনসার বাহিনী, সবাইকে রাস্□ায় নামতে হয়েছিলো। বাংলাদেশে পুজো অনুষ্ঠিত হয়েছে পুলিশ পাহারায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো সংখ্যালঘুদের তাদের ধর্মীয় উৎসব পালন করতে হলে পুলিশ পাহারার প্রয়োজন কেন হবে? কই আগেতো কখনো এর প্রয়োজন হয়নি? আমি বলতে চা□ছ এ সরকার যখন ক্ষমতায় ছিলেন না তখনকার কথা। এমন কি পাকিস্□ান শাসনামালেও হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা পুজোর উৎসব করেছে নির্বিঘ্নে, নিশ্চিন্□, সারারাত ধরে মাইকে গান বাজিয়ে, ঢোল বাজিয়ে, তখনও কোন পুলিশ পাহারার দরকার হয়নি। ঈদের আনন্দের মত পুজোর আনন্দেও মেতে উঠতো বাংলাদেশ। মুসলমান ছেলেমেয়েরা যেত তাদের হিন্দু বন্ধুদের নিমন্□নে পুজো দেখতে। হিন্দুরাও আসতো ঈদের নিমন্□নে। ভাবতে কষ্ট হয় স্বৈরাচারী পকিস্□ানী শাসনাধীনেও বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা নিজেদের পরগাছা ভাবেনি। অথচ যে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছিল গনতন্□ ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে সে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা আজ নির্যাতিত। পুজোর ছুটি প্রাক্তন পুর্ব পাকিস্□ান ও বাংলাদেশেও ছিল, তখন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি আদালতেও পুজোর ছুটি ছিল। এ নিয়ম আবহমানকাল থেকে এভুখন্ডে চলে এসেছে। এখন সে ছুটি নিয়েও চলছে প্রহসন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে লেখাপড়া করতে যায় বাংলাদেশের সমস্□ ভাল ছাত্রছাত্রীরা এবং সেখানে ছাত্ররাজনীতি থাকলেও সাম্প্রদায়িকতা কখনো স্থান পায়নি। প্রতিবছরেই সেখানে ৭ দিন পুজোর ছুটি থাকতো। এ বছর আশ্চর্যজনকভাবে সে ছুটি কমিয়ে ১ দিনে পরিনত হলো, যেখানে দুর্গাপুজা চলে তিন দিন ব্যাপী। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর এ প্রসংগে বলেছেন, বিশ ভাগ ছাত্রের জন্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ৭ দিন ছুটি হবার কোন প্রয়োজন নেই। ভিসির এ ধরনের হীনমন্যতায় এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্নায়তায় প্রবাসে বসেও আমরা বিস্মিত হয়েছি।

আমাদের প্রধানমন্□ী বার বরাই জনগনকে বোঝাতে চা□ছন তিনি, তার সরকার এবং হাওয়া ভবনের কর্মকর্তারা সবাই অসাম্প্রদায়িক। বিভিন্ন পত্রিকার সুনির্দিষ্ট নির্যাতনকে অস্বীকার করে সরকার সব সময়ই বলেছে এগুলো ভিত্তিহীন অতিরঞ্জিত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রনোদিত। তার মতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা আনন্দে নিশ্চিন্□ দুধকলা খেয়ে জীবন যাপন করছে। সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন এ শুধুমাত্র দেশদ্রোহীদের দেশের ভাবমুর্তি নষ্ট করার প্রচেষ্টা। অথচ বিভিন্ন মানাবিধাকার সংগঠন, সেবা সগঠন ও সংখ্যালুঘু সম্প্রদায়ের তথ্য দপ্তর থেকে জানা গেছে জোট শাসনের চার বছরে তিন লাখ হিন্দুধর্মালম্বী মানুষ দেশ ছেড়েছে। কেউ তার জন্মভুমি, মাত্রীভুমী সহজে ছেড়ে যেতে চায় না। যখন যায় তখন তারা তাদের জীবন রক্ষাতেই যায়।

আমার বাংলাদেশীরা বিশ্বের যে যেখানেই আছি না কেন আমরা ভালোবাসি আমাদের মাতৃভুমী বাংলাদেশকে। দেশকে ভালোবাসার জন্য সাম্প্রদায়িক হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশ আজ ভারতীয় পন্য সামগ্রীতে ভরপুর। সবচেয়ে উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির। হিন্দি সংস্কৃতির স্রোতে ভেসে যা□ছ বাংলা সংস্কৃতি। ঘরে ঘরে ডিশের বদৌলতে হিন্দি ভাষা, হিন্দি সংস্কৃতি ঢুকে গেছে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবার মাঝে। একুশে টিভি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, কিন্তু জোরেশোরে চলছে বাংলাদেশে হিন্দি চ্যানেলগুলি। যারা সাম্স্লদায়িক মনোভাবাপন্ন, ইসলামিক দেশ কায়েম করতে হলে যাদের মনে প্রথমেই সাম্প্রদায়িক চিন্□ধারা জেগে উঠে তাদেরও রাতে ঘুম হয়না ভারতীয় চ্যানেলের অনুষ্ঠান না দেখে। তাদের স্□ীদের মন ভরে না কয়েক মাস পর পর ভারতে যেয়ে শপিং না করলে। তাদের পার্টিতে চলে হিন্দি মিউজিকের বহর। অথচ তাদের কথায় ভেসে উঠে ভারতের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃনা। যখন কোন রাজনৈতিক দল বা প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলেছে তখনই তাদেরকে প্রতিপক্ষরা ভারতের দালাল, দেশের শত্র□ ও ইসলামের শত্র□ বলে আখ্যায়িত করেছে। সরকার সব সময় গনতন্□ ও অসাম্প্রদায়িকতার বুলি আওরে নাটক করে যা□ছ। যে রক্ষক সেই যদি ভক্ষক হয় তাহলে আমাদের আর কি বলার আছে? সাংস্কৃতিক জগতের শিল্পীরা যারা প্রবাসে আসেন তারা সবাই একই কথা বলেন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতের উন্নতির ক্ষেত্রে সরকারের কোন সাহায্য বা উদ্যোগ নেই। যেটুকু হ□ছ সেটা বেসরকারীভাবেই হ□ছ। তাছাড়া সাংস্কৃতিক জগতে রাজনীতি টেনে এনে অনেক শিল্পীকে বঞ্চিত করা হ□ছ সরকারী পর্যায়ে কোন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহনের ক্ষেত্রে।

গত সপ্তাহে টরন্টোতে এ টি এন বাংলা চ্যানেলের উদ্বোধন হয়েছে। হাজার হাজার প্রবাসী বাংলাদেশীদের মত আমিও আনন্দ উত্তেজনায় উদ্বোধনের দিনেই অর্ডার করি বাংলা চ্যানেলের। দীর্ঘদিন প্রবাস জীবনের ফলে বাংলা টিভি দেখা হয় না। দেশে যখন কয়েক বছর যাবৎ যা□ছ সব বাড়িতেই দেখি সবাই বসে থাকে হিন্দি অনুষ্ঠান দেখার অপেক্ষায়। যার ফলে তাদের অপেক্ষার

সময় নষ্ট করে বাংলা টিভি দেখার অনুরোধ আমি করিনা। কাজেই আমার উত্তেজনার শেষ ছিল না আমার নিজের ঘরে বসে টরন্টো শহরে থেকে আমি বাংলাদেশের অনুষ্ঠান দেখবো। এ টি এন বাংলা চ্যানেলটি খুলে প্রথমেই আমি ধাক্কা খেলাম, কি ব্যাপার আমি কি পাকিস্□ানী চ্যানেল অর্ডার করলাম? অবশ্য সাথে সাথেই আমার ভুল ভাঙলো যখন দেখলাম সংবাদ পাঠিকা বাংলায় খবর পড়ছেন। আমার বিভ্রন্□র কারন ছিল সংবাদ পাঠিকার সেলোয়ার কামিজ পড়ে মাথায় কাপড় দিয়ে সংবাদ পাঠ করতে দেখে, কারন সেটা পাকিস্□ান টিভির জাতীয় পোষাক। পরে নিজে নিজেই ভেবে নেওয়ার চেষ্টাা করলাম কারন এটা পবিত্র রমজান মাস। রমজান মাসে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হলে বাংলাদেশের জাতীয় প্রচার ক্রেন্দগুলোতে পাকিস্□ানী পোষাক পড়ে খবর পড়াই বোধ হয় শোভনীয়। আমার মনে প্রশ্ন জাগে আমরা আগে বাঙালী না আগে মুসলমান? আসলে আমরা বাঙালী মুসলিম বা মুসলিম বাঙালী দুটোই হতে পারি। একটি গ্রহন করতে হলে আর একটি বর্জনের তো কোন প্রয়োজন নেই। মুসলিম হওয়ার জন্য কি আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় প্রচারকেন্দ্রের পোশাকও বদলে ফেলতে হবে?

আমরা ভালোবসি বর্জনে। আগের সরকার যা বলে গেছে তাকে বর্জন করাই আমাদের নীতিতে পরিনত হয়েছে। জয় বাংলার যায়গায় স্থান পেয়েছে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। এই জিন্দাবাদকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই কি '৫২ এর ভাষা আন্দোলন হয়েছিল, হয়েছিল একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধ? যে বাঙালী চেতনাবোধে আমরা দেশ স্বাধীন করেছিলাম, যে জয় বাংলা শ্লোগানে আমরা একই পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম, সেই জয় বাংলা ধ্বন্নিটি বাদ দিয়ে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বলে পাকিস্□ানের সুগন্ধ ছড়িয়ে দেয়া হ□ছ সারা বাংলাদেশে।

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ শব্দটি শুনলে আমি আমার ছোটবেলার স্কুল জীবনে ফিরে যাই। তখন বাংলাদেশ পাকিস্□ান শাসনাধীনে। আমরা তখন পুর্ব পাকিস্□ানের বাঙালী। স্কুল শুর□ হওয়ার আগে আমাদের সবুজের মাঝে সাদা চাঁদ তারা পতাকার নীচে দাড়িয়ে গাইতে হতো পাক সার জমিন সাদ বাদ ও পাকিস্□ান জিন্দাবাদ - পাকিস্□ান জিন্দাবাদ গানটি। এখন যখন বাংলাদেশের পধানমন্□ীসহ সমস্□ সরকারীদলের ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বলে তাদের বক্তব্য শেষ করেন তখন প্রবাসে বসেও আমি ফিরে যাই আমার চৌত্রিশ বছর আগের স্কুল জীবনে। আমি দেখতে পাই বাংলাদেশে সবুজের মাঝে লাল বৃত্তের পতাকাটির উপর চাঁদ তারা খচিত পতাকাটির একটি সুস্স্লষ্ট প্রলেপ, যার নীচে লেখা রয়েছে পাকিস্□ান জিন্দাবাদ।

পঞ্চমবারের মত এবারও বিশ্বে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ দেশের আখ্যা পেয়েছে বাংলাদেশ। এই খবর দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের জন্য লজ্জা ও অপমানের। একটি দেশকে সবচেয়ে

দুর্নীতগ্রস্থ দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করার জন্য যে কারনগুলো দরকার হয় বাংলাদেশ সে সবগুলো কারনেই এবারো সব্বো□চ নাম্বার পেয়ে দুর্নীতিতে শীর্ষ স্থান লাভ করলো। অথচ প্রধানমন্□ী ১০ই অক্টোবর তার ভাষনে তার শাসনামালে বাংলাদেশ ঝলমল উজ্জল চিত্র বর্ননার সাথে সাথে এও বলেছেন বাংলাদেশে আজ কাউকে না খেয়ে থাকতে হ□ছ না। অথচ ৫ই অক্টোবর ভৈরব কিশোরগঞ্জে ১৮ বছরের দীপালীকে আত্মহত্যা করতে হয় ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে। প্রধানমন্□ী আরো বলেছেন তিনি দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করেছেন এবং কমিশন কাজও শুর□ করছে। আমরা অভিনন্দন জানা□ছ মাননীয় প্রধানমন্□ীকে এই ধরনের পদক্ষেপের জন্য এবং সাথে সাথে আমরা এও আশা করবো দুর্নীতিদমন কমিশন যেন নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যেতে পারে সেদিকে তিনি দৃষ্টি দেবেন। এছাড়া কমিশন যেন বিশেষ ভবন থেকেই তাদের কাজ শুর□ করতে পারে সে ব্যাপারে তিনি তাদের সহযোগিতা করবেন।

তাসরীনা শিখা, টরন্টো প্রবাসী লেখিকা